যেমন বৃহন্নারদীয় ও পদ্মপুরাণে বর্ণিত হইয়াছেন, তেমনি শ্রীমদ্ভাগবতে ২।৪।১৭ শ্লোকেও বর্ণিত হইয়াছেন। যথা—

তপস্বিনো দানপরা যশঃস্বিনো,
মনঃস্বিনো মন্ত্রবিদঃ সুমঙ্গলাঃ।
ক্ষেমং ন বিন্দন্তি বিনা যদর্পণং,
তস্মৈ সুভদ্রশ্রবসে নমোনমঃ॥

শ্রীশুকমুনি শ্রীমদ্ভাগবত কথাপ্রসঙ্গ করিবেন বলিয়া নিজ অভীষ্টদেব শ্রীকৃষ্ণের চরণে প্রণাম করিতে করিতে বলিলেন—হে নাথ! তোমার চরণে ভক্তিহীনজনের সাধনাই বিফলতা প্রাপ্ত হয়। জ্ঞানীগণ, দানপর কর্ম্মিগণ, যশোলিপ্সু কর্ম্মিগণ অর্থাৎ অশ্বমেধাদি যজ্ঞানুষ্ঠানকারিগণ, মনস্বী যোগীগণ, মন্ত্রজাপকগণ, সদাচারনিষ্ঠাগণ, যে তোমাতে তপস্যা প্রভৃতি সাধন সমর্পণ না করিলে, সেই সকল অনুষ্ঠিত সাধনের ফললাভে বঞ্চিত হয় এবং বিবিধ বিঘ্নের দ্বারা উপদ্রুত হইয়া থাকে, সেই সুমঙ্গলযশা। অর্থাৎ যাহার কথা শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি মাত্রেই সর্ব্বাভীষ্ট লাভ ও সর্ব্বানর্থ নিবৃত্তি হইয়া থাকে, সেই তোমার চরণে আমার ভুয়োভুয়ঃ প্রণাম।

শ্রীমদ্ভাগবতের ৫।১৯।২৪ শ্লোকেও ভক্তি বিনা সমস্ত দেশের হেয়ত্ব প্রদর্শিত হইয়াছেন, যথা—

ন যত্র বৈকুণ্ঠকথা সুধাপগা,
ন সাধবো ভাগবতাস্তদাশ্রয়াঃ।
ন যত্র যজ্ঞেশমখা মহোৎসবাঃ,
সুরেশলোকোঽপি ন বৈ স সেব্যতাম্॥

যেখানে হরিকথা সুধা স্বর্দ্ধুনী প্রবাহিত হয় না, যেস্থানে হরিকথারসিক সদাচারপরায়ণ ভগবদ্ভক্তগণ বাস করেন না, যেস্থানে যজ্ঞেশ্বরপ্রবর্ত্তিত যজ্ঞ অর্থাৎ শ্রীহরিনাম-সংকীর্ত্তনরূপ মহোৎসব হয় না, এমত স্বর্গলোকও কখনও সেবা করিবে না।

শ্রীভগবানে ভক্তিহীনজনের নিন্দার প্রসঙ্গও শ্রীমদ্ভাগবতে অন্যত্র দেখিতে পাওয়া যায়। যথা—

যথাচ আনম্য কিরীটকোটিভিঃ,
পাদৌ স্পৃশন্নচ্যুতমর্থসাধনম্।
সিদ্ধার্থ এতেন বিগৃহ্যতে মহা-
নহো সুরাণাঞ্চ তমোধিগাঢ্যতাম্॥ ১০।৫০।৩০